বাউল সঙ্গীত

পূর্ণ দাসের বাউল গান

প্রকাশক—শ্রীবেনুপদ দে, (বাউল গায়ক)

গ্রাম—বিড়াডাঙ্গী, পোষ্ট—দাসনগর

জেলা—হাওড়া

জোড়া পোষ্ট কার্ডে উত্তর দেওয়া হয়।

মূল্য দশ পয়সা

১০ নং গান

ও মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
ও তুই বেছে বেছে করলি জামাই
চিরকালের লেংটা লো লেংটা
ও তুই সোনার পুতলী
ও তুই বুড়ো বরকে বিয়া দিলি
ও তুই রূপ দেখিয়া ভুলে গেলি সাদা সিদা রঙটা
কত কালের হবি বুড়া
কেউ জানেনা তাহার গোড়া
জপনালো তোর নামটালো নামটা
যার অনুচর লংকা পোড়া
ভস্মমাখা সর্ব্ব অঙ্গে চেপে বেড়ায় বলদেতে
মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে
ঠিক ভিখারীর ঢংটালো ঢংটা
ও কোমরে আটা বাঘের ছালে
হাড়ের মালা গলায় দোলে
শ্মশানে মশানে ঘুরে বাজায় মোষের শিংটা
মোটা সোটা জামাই যেমন
রূপে গিন্নিবালাও তেমন হায়
সেজেছে কেমন হাতীর গলায় ঘণ্টা
জামাইয়ের কপালে আগুন
নিগুর্ণ সেও সাজায় নিপুণ
কিন্তু শিবের স্বভাব সাদা সিদা ঢংটা।

২ নং গান

গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করোনা
পিরিতের কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না
ছিল এক ব্রাহ্মণের ছেলে
সে যে বড়ই বিটকেলে
পিরিত করে ধোপার মেয়ের পা ধুয়ে দিলে
পিরিতে জাতের বিচার করতে গেলে
মিলবে নারে চাঁদের কণা
পিরিতে জগড়ুমুরের ফুল
সে যে আলোক সত্তার মূল
ভাব না জেনে পিরিত করা জীবের পক্ষে ভুল
যেমন চিটেগুড়ে পিপড়ে পড়লে
নড়তে চলতে পারে না
পিরিত কোন সে গাছের ফল সেযে সুখান্ত অটল
কাঁচাতে মজিয়ে খেতে পাকাতে অম্বল
পিরিত করে ভেসে গেল
কচুরী আর টোপাপানা
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করোনা
এক পিরিতে শ্মশানবাসী
আর এক পিরিতে নদের নিমাই হলেন সন্ন্যাসী
ছিল গীতগোবিন্দ পদ্মাবতী
ওসে তারাই কেবল কয়জনা
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করোনা।

৩ নং গান

রুপের ব্যবসা করেছে ওরা পিরিত জানে না
পিরিতের জাত গেল মান গেল যে
পিরিতির আচার বিচার রইল না
ও পাড়ার কাল ছোড়া পিরিত করেছে
সুধার লোভে গরল খেয়ে মরণ হয়েছে
তার জীবন যৌবন যায় বিফলে মনের মিল আর হয় যে না
রুপের ব্যবসা করছে এরা পিরিত জানেনা।
আসল পিরীত করল কয়জনা চণ্ডীদাস আর রজকিনী
গীতগোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা
রুপের ব্যবসা করছে এরা পিরিত জানেনা।

৪ নং গান

পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে
বাবুদের পয়সা কম হলে বাবুদের গিন্নি কি বলে
তোর পাল্লায় পরে আমার হাড় গেল জলে
তোরে দেখলে পরে অঙ্গ জ্বলে
মুড়া ঝাটা মারবো তোমার কপালে
ভাইরে পয়সা যার ঘরে ও তার দুধের কারবারে
লংকা পোড়া বাড়ছে ভুড়ি দুগ্ধে কি করে
তারা পয়সার জোরে মানুষ মারে খালাস পায় আদালতে
ও যার ধনবান পতি ও তার কি স্বামি ভক্তি
খোকার বাবা গেল কোথায় বেলা হলো অতি
তারে ডেকে দেওনা বাড়ীতে
পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে।

৫ নং গান

ভাল করে পড়গা স্কুলে নইলে কষ্ট পাবি শেষকালে
সদর স্কুল জেলা নদীয়ায়
হেডমাষ্টার নিত্যানন্দ যেচে নাম বিলায়
নবদ্বীপে পাশ করায়ে বৃন্দাবনে যায় চলে
স্কুলের নতি বলি তাই ১ম ছাত্র রূপসনাতন রামানন্দরায়
ওযে নিম্ন ছাত্র জগাই মাধাই তাদেরকে পাশ করালে
দুষ্টছাত্র আছে ছয়জনা খুব সাবধানে তাদের কথায় ভুলনা
তাদের বশীভূত হতে গেলে প্রথম ভাগ যাবি ভুলে
ভাল করে পড়গা স্কুলে।

৬ নং গান

সরকার করেছে পরিবার পরিকল্পনা
ছেলেমেয়ে ছেলেমেয়ে বেশী করো না
গিন্নিগো তিনটির বেশী চারটি হলে
সরকার ট্যাক্স বসাবে ছাড়বে না।
কাছে আছে ডিস্‌পেনসারী লাগবে নাকো টাকাকড়ি
চল যাই তাড়াতাড়ি কর্ত্তা গিন্নি দুজনা
সরকার আঠার টাকার লোভ দেখান
কত মানুষ খাসী হলগো
এবার ছেলেমেয়ে জন্মাতে পুরুষ ছেলে লাগবে না
ছেলেমেয়ে ছেলেমেয়ে বেশী করো না।

৭ নং গান

এ জগতে মরণ ভাল পিরিত ভাল না
তোমরা নকল পিরিত করো না
ও পাড়ার কালো ছোড়া পিরিত করেছে
তার জীবন যৌবন যায় বিফলে
মনের মিল আর হয় যে না
এক পিরিতে শিব শ্মশানবাসী
আরেক পিরিতে গোরা নিমাই হলেন সন্ন্যাসী
সেযে গীতগোবিন্দ পদ্মাবতী এবাই কেবল কয়জনা
এ জগতে মরণ ভাল পিরিত ভাল না

৮. নং গান

আমি চাকুরী করবো এই বারে
গিন্নি আমায় দাওনা চা করে
আমি যাব দুর্গাপুরে শহরে
গিন্নি চাষ আর কে করবে গিন্নি দাওনা মোরে চা করে
আমি চাকুরী করবো ইষ্টিল কারখানায়
গিন্নি ভাবনা কোরনা থাকতে হবেনা কুড়ে ঘরে
গিন্নি আমায় দাওনা চা করে
দামি দামী শাড়ী তোমায়
কিনে দেবো এই বারে গিন্নি ভাবনা করোনা
থাকতে হবে না কুড়ে ঘরে
চাকুরী করবো এইবারে।

১ নং গান

আমি তাইতে পাগল হলাম না
এমন একজন মনের মত পাগল পেলাম না
নকল পাগল সব দেশেতে
আসল পাগল কয়জনা
কেউ পাগল হয় যৌবন জ্বালায়
কেউ পাগল হয় ধন রত্নে কেউ পাগল হয় কাজে
নকল পাগল সব দেশেতে
আসল পাগল কয়জনা
এক পাগল নদের নিমাই হলেন সন্ন্যাসী
আর পাগল হলেন রত্নাকর বাল্মিকী মুনি
সেযে গীতগোবিন্দ পদ্মাবতী এরাই কেবল কয়জনা
তেমন একজন মনের মত পাগল পেলাম না

১১ নং গান

কন্যা দায়ের ভীষণ জ্বালা ভেবে বাচি না
ভাই যার কন্যা ঘরে সে যায় দেশ বিদেশ ছেলের তরে
মনের মত ছেলে পেলাম না যে কোন দিন যাইনি স্কুলে
সাইকেল ঘড়ি আংটী বোতাম না হলে করবোনা বিয়ে
ছেলের মা আগে বলে নগত হাজার টাকা না দিলে
নয়তো ছেলের বিয়ে দেবোনা
কন্যা দায়ের ভীষণ জ্বালা ভেবে বাচি না
পূর্ণ দাস বাউল বলে ভাইরে ভাই কন্যা ঘরে
তার চিন্তায় ঘুম আসে না
কন্যা দায়ের ভীষণ জ্বালা ভেবে বাচি না

কবে ফুটবে গুরু আমার বিয়ের ফুল
আমার বিয়ের ভাবনা ভাবতে ২ পেকে গেল মাথার চুল
এক বয়সী ছিলাম যারা তিন ছেলের বাপ হল তারা
আমার এমন কপালপোড়া আইবুড়োতে পাকল চুল
আমার বিয়ের পালকী সোজা
আগে পিছে কাঠের বোঝা হায় কিরে মজা
বিয়ের বাজ্জীবাজনা কলসী কোদাল শ্বশুর বাড়ী নদীর কুল
আমার বিয়ের বরযাত্রী যারা সকলে ভাই গামছা পড়া
আবার চারজনেতে কাঁধে করে নিয়ে যাবে নদীর কূল
বলনা গুরু কবে আমার ফুটবে বিয়ের ফুল।

১৩ নং গান

হরি তোমায় ডাকবার আমায় সময় দিলা কই
আমি ডেকে ডেকে পাইনি সাড়া তাইতে নীরব রই
ভোরের বেলায় যখন হরি করব তোমার স্তব
ক্ষুধার জ্বালায় খোকাখুকী বাধায় কলরব
আবার গোলযোগে গিন্নি উঠে চাঁদবদনে ফুটায় খই
সকাল বেলায় যখন হরি ডাকতে তোমায় বসি
দীর্ঘ বিক্রয়-ফর্দ্দ লইয়া উদয় হয় প্রেয়সী
বলে চালবাড়ন্ত লক্ষ্মীকান্ত শুনে মালাঝোলা অমনি থুই
সরোবরে স্নানটি সেরে ডাকবহে তোমায়
ঝাকে ঝাকে কলসী কাখে রমণী দাঁড়ায়
হেরে তাদের রূপ মাধুরী হে বংশীধারী
আমি আপনা আপনি হারা হই।
খেতে বসে পঞ্চ গ্রাসে ডাকবহে তোমায়
পাওনাদারের সাড়া পেয়ে সকল ভুলে যাই
তখন খাওয়া ছেড়ে তোমায় ভুলে শুকতোনিতে ঢালি দই